বেতন ৪৫০০ টাকা মোবাইল বিল ৭০৭০ টাকা

হিসাবটি দেখে হকচকিয়ে গেলেন কী? যাওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ব্যক্তির পরিচয় জানলে হয়ত আপনি বলবেন এটাই তো স্বাভাবিক। হ্যাঁ, পুলিশ কর্মকর্তাদের যে আয়ের সাথে ব্যয়ের কোনো মিল থাকে না তার প্রমাণ এই ছোট একটি ঘটনা। ডিএমপি'র ওসি ও এসআইরা মাসে কত টাকার মোবাইল বিল দেন অনুসন্ধান করেছেন বদরুদ্দোজা বাবু

তিনি একজন সরকারি চাকরিজীবী। বেতনের স্কেল ২ হাজার ৩৫০ টাকা। সব মিলিয়ে মাসে বেতন পান সাড়ে চার হাজার টাকার মতো। এই বেতন দিয়ে ঢাকা শহরে কতটুকু সচ্ছলভাবে চলা সম্ভব তা সবারই বোধগম্য। কিন্তু এই ব্যক্তির জীবন তেমনটি নয়। তার একটি মোবাইল আছে। সেবা টেলিকম থেকে ফোনটি নিজের নামেই নিয়েছেন। ফোনটির পিছনে তিনি প্রতি মাসে যে টাকা খরচ করেন তা তার বেতনের চেয়েও অনেক বেশি। অক্টোবর মাসে তিনি মোবাইল বিল বাবদ খরচ করেছেন ৭০৭০ টাকা। এর আগের মাসের বিল ছিল ৪৮৬৩ টাকা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ব্যক্তি বেতন পান সাড়ে চার হাজার টাকা তিনি এত টাকা মোবাইল বিল, খাবার খরচ, যাতায়াত খরচ, বাড়ি ভাড়া পরিশোধ করেন কিভাবে? প্রশ্নটি করা হয়েছিল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকেই। তিনি ২০০০কে বলেন, 'সে প্রশ্নের উত্তর আমি আপনাকে দেব না। আর আমার মোবাইল বিল আড়াই হাজার টাকা আসে। ৭ হাজার টাকা নয়।'

সূত্র মতে জানা যায়, ৭০৭০ টাকার বিল তিনি দুই কিস্তিতে পরিশোধ করেন। প্রথম কিস্তিতে ৪৫৮০ টাকা দেন এবং দ্বিতীয় কিস্তিতে ২৪৯০ টাকা। যদি ঐ ব্যক্তির মিথ্যা বক্তব্যকে সত্যি বলে ধরা নেওয়া হয় তাহলে প্রশ্ন ওঠে আড়াই হাজার টাকা মোবাইল বিল দিয়ে বাকী মাত্র ২ হাজার টাকায় তিনি কিভাবে সংসার চালাচ্ছেন। এটা রীতিমত গবেষণার বিষয়!

এই বিশেষ ব্যক্তিটি নাম শেখ সিরাজুল ইসলাম। ওয়্যারলেস সিস্টেম থাকার পরও তিনি তার মোবাইল ফোনটি ব্যবহারের কারণ দেখিয়ে ২০০০কে বলেন, 'আমার ফোনটি পেশাগত কাজেই বেশি ব্যবহার হয়। ব্যক্তিগত ফোনও করা হয়। সোর্স থেকে খবর ও সন্ত্রাসীকে ধরার জন্য ওয়্যারলেস থেকে মোবাইলের গোপনীয়তা বেশি।'

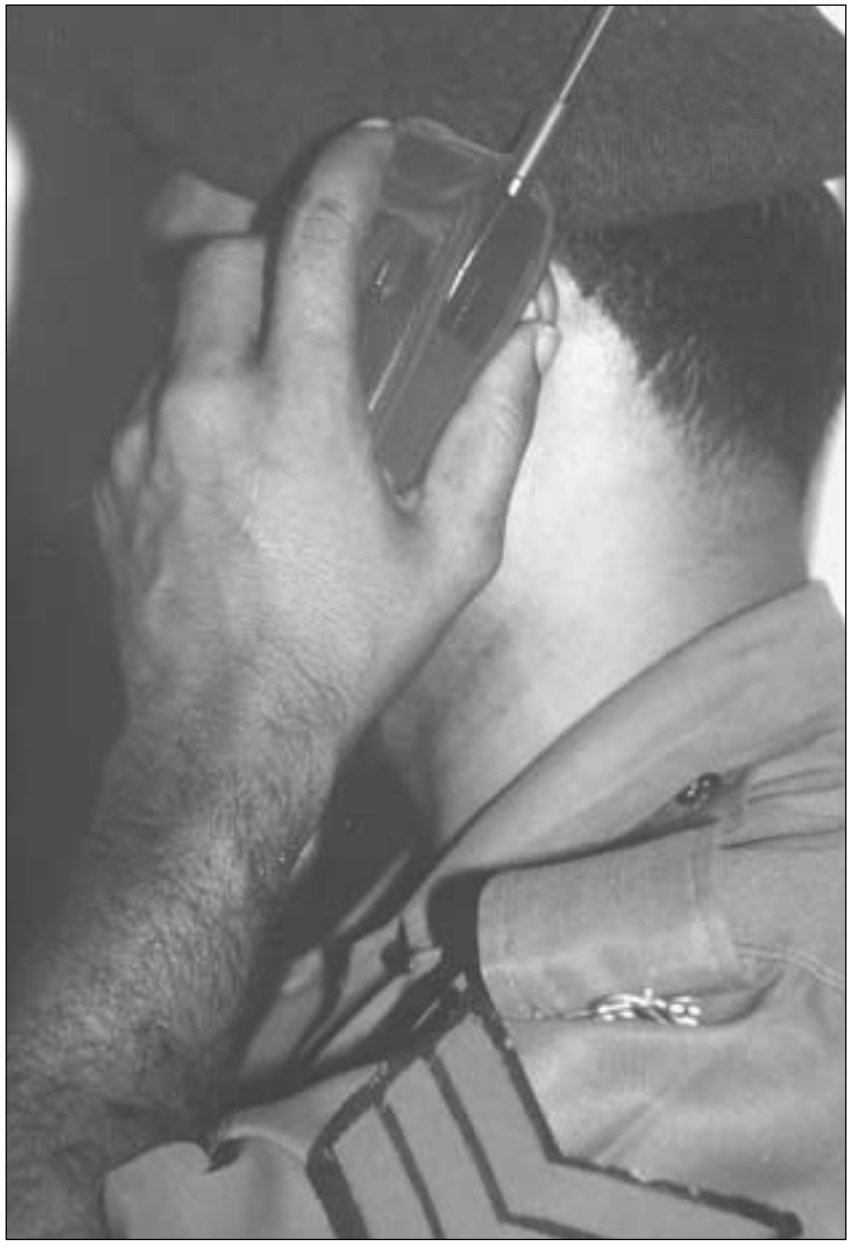

সন্ত্রাসী ধরা এবং গোপনীয়তার প্রসঙ্গটি যখন এলো তখন দুটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

ঘটনা এক. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় তখন। সন্ত্রাসীদের ধরতে সরকার বদ্ধপরিকর। বিশেষ অভিযান, অস্ত্র উদ্ধার অভিযান সবই চলছিল দেশে। পুলিশ প্রশাসনেও রদবদল আনা হয়েছিল। ১৬ আগস্ট ২০০১-এ পুলিশ ও বিডিআর যৌথ অভিযান চালায় সন্ত্রাসের জনপদ ফেনীতে। রাত ২টায় চালানো হয় অপারেশন। কিন্তু যে উদ্দেশ্য নিয়ে পুলিশ এ অভিযান পরিচালনা করে তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। ফেনীর গডফাদার জয়নাল হাজারীর কাছে পুলিশের এ অভিযানের খবরটি আগেই পৌঁছে যায়। খবর পেয়েই জয়নাল হাজারী তার দলবলসহ শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়।

ঘটনা দুই. ২ আগস্ট ২০০১। উত্তপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়। ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল মুখোমুখি। ছাত্র লীগের ক্যাডাররা তখন হলগুলোতে অবস্থান করছিল। প্রতিপক্ষকে ঢেকাতে অস্ত্রের মজুতও ছিল ব্যাপক। ক্যাম্পাসকে অস্ত্র ও বহিরাগত মুক্ত করার অভিযানে অংশ নেয় প্রায় ৬০০ পুলিশ, ৪০০ বিডিআর এবং ১১টি ছাত্র হলের প্রায় ৮০ জন শিক্ষক। ১১টি ছাত্র হলে অভিযান চালানো হলে ফলাফল শূন্য। কারণ অভিযানের খবর ১২ ঘন্টার আগে জেনে যায় ক্যাডার বাহিনী। আর অভিযানটি পরিণত হয় কমেডি শোতে।

ওপরের এরকম দুটি ঘটনার মতো আরো অনেক ঘটনা আছে যেখানে পুলিশ সন্ত্রাসীর অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত থাকার পরও সন্ত্রাসী পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। কারণ তার কাছে খবরটি আগেই পৌঁছে দেওয়া হয়। আর এ দায়িত্বটি পালন করে সন্ত্রাসীদের 'সহযোগী পুলিশ বন্ধুটি'। এক্ষেত্রে যোগাযোগের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি মোবাইলের পূর্ণ সুবিধাটি তারা নেয়।

প্রসঙ্গ দুটি উল্লেখ করে পুলিশ কমিশনার মোঃ আনোয়ারুল ইকবালকে প্রশ্ন করা হলে তিনি ২০০০কে বলেন, 'প্রযুক্তিকে তো আর অস্বীকার করা যায় না। আসামি কিংবা সন্ত্রাসী খবর বিভিন্নভাবে পেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিযানের সময় আমাদেরকে ভিসি, প্রোক্টর, প্রভোস্টকে জানাতে হয়। আর তারা যে খবর দেয় না এটা আপনি কিভাবে বলবেন। আর মোবাইলের সুবিধা ও অসুবিধা দুটিই আছে।'

'আমরা একটা মোবাইল ব্যবহার করতে পারি না। অথচ একজন এসআই দু'তিনটি মোবাইল ব্যবহার করে। মাসে আট দশ হাজার টাকা বিল দেয়। অথচ এরা বেতন পায় চার-পাঁচ হাজার টাকা। কোথা থেকে আসে এই অর্থ? আসলে মোবাইলের মাধ্যমে পুলিশ সন্ত্রাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে, সুবিধা নেয়'

সালাউদ্দিন আহমেদ
সংসদ সদস্য
ঢাকা-৪

আয় অর্ধ লাখ টাকা

সাব-ইন্সপেক্টর শেখ সিরাজুল ইসলাম মোবাইল ফোন ব্যবহার করে সন্ত্রাসী ধরার যে যুক্তিটি দেখিয়েছেন, তার উল্টোটাই যে বেশি ব্যবহার হয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ঢাকা শহরে এমন অনেক ওসি এবং সাব-ইন্সপেক্টর পাওয়া যাবে যাদের পাঁচতলা বাড়ি পর্যন্ত আছে। তারা মাসে খরচ করেন ৫০ হাজার টাকা। সেক্ষেত্রে ৭ হাজার কিংবা ১০ হাজার টাকা মোবাইল বিল দেওয়া কোনো ঘটনাই নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, এত টাকা আসে কোথা থেকে? এ প্রশ্নটির উত্তর চাওয়া হয়েছিল লালবাগ থানার ওসি মোঃ নজরুল ইসলামের কাছে। তিনিও একটি মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন। থাকেন ভাড়া বাড়িতে। গত মাসে ফোনটির ব্যবহার বিল ছিল ৫১৯১ টাকা। উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি ২০০০কে বলেন, 'ফোন বিলের টাকা আসে কোথায় থাইক্যা এইটা তো আপনারে বুঝাইতে পারমু না। আপনে নিজে বুঝেন না! বুঝতে হইলে থানায় আসা লাগবো।'

একটি থানায় সোর্স অব ইনকাম অনেক আছে। ফেনসিডিল স্পট এবং সন্ত্রাসীদের কাছ থেকেই থানার মূল আয় হয়ে থাকে। বাসস্ট্যান্ড ও অন্যান্য আয় তো আছেই। থানার নামে আসা এই নির্দিষ্ট মাসোহারার নির্দিষ্ট ভাগ চলে যায় ওসি ও সাব-ইন্সপেক্টরদের পকেটে। এছাড়া প্রতিদিন থানায় ধরে নিয়ে আসা আসামিদের একটি অংশকে মামলা না করে ছেড়ে দেওয়া হয়। রাজনৈতিক প্রভাব এক্ষেত্রে কাজ করলেও 'উপযুক্ত পারিশ্রমিকে'র বিনিময়ে তাদের ছেড়ে দেয়া হয়। এভাবেই তাদের আয় অর্ধ লাখ এমনকি লাখের ঘরে গিয়ে পৌঁছায়।

ক্যান্টনমেন্ট থানার সাব-ইন্সপেক্টর আবুল খায়ের চার বছর ধরে মোবাইল ফোন ব্যবহার করছেন। ভাড়া বাড়িতে থাকেন। তিনি গত মাসে বিল দিয়েছেন ৩২৯৯ টাকা। এ প্রসঙ্গে তিনি ২০০০কে বলেন, 'আমার পৈতৃক সম্পত্তি আছে। বছরে প্রচুর ধান পাই। বেতন ছাড়া এগুলোও আমার সোর্স অব ইনকাম। এছাড়া বিভিন্ন সোর্স থেকেও টাকা পাই।'

বেতন ছাড়াও মাসে তিনি মোট কত টাকা বিভিন্ন সোর্স থেকে পান এ প্রশ্ন করা হলে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো অঙ্ক তিনি বলতে পারেননি। 'এ কথা আপনাকে কেন বলবো'– বলে তিনি প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যান।

ওসি ও সাব-ইন্সপেক্টরদের কয়েকজনের মোবাইল বিল উল্লেখ করে তাদের আয়ের উৎস সম্পর্কে পুলিশ কমিশনারকে প্রশ্ন করা হলে তিনি ২০০০কে বলেন, 'এ ব্যাপারে আমার কাছে কোনো তথ্য নেই। তাদের বিলও আমি জানি না। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে দেখবো। তবে একটি বিষয় বলা যায় তা হলো, মন্ত্রণালয়ের একজন পিয়ন যে বেতন পায় একজন ট্রাফিক পুলিশ সেই বেতন পায়। কিন্তু ঐ পিয়নকে তো আর ট্রাফিক পুলিশের মতো এত পরিশ্রম করতে হয় না। যে পরিমাণ পরিশ্রম করতে হয় সে পরিমাণ পারিশ্রমিক পুলিশ পায় না।'

'প্রযুক্তিকে তো আর অস্বীকার করা যায় না। আসামি কিংবা সন্ত্রাসী খবর বিভিন্নভাবে পেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিযানের সময় আমাদেরকে ভিসি, প্রোক্টর, প্রভোস্টকে জানাতে হয়। আর তারা যে খবর দেয় না এটা আপনি কিভাবে বলবেন। আর মোবাইলের সুবিধা ও অসুবিধা দুটিই আছে।'

মোঃ আনোয়ারুল ইকবাল, কমিশনার ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ

সংখ্যা অনেক

সারা বাংলাদেশে কতজন পুলিশ মোবাইল ব্যবহার করে এ হিসাব পুলিশ সদর দপ্তরের কাছে নেই। কারণ ওসি ও সাব-ইন্সপেক্টরদের ব্যক্তিগত টাকায় কেনা মোবাইলের হিসাব রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি তারা। কিংবা কিভাবে তারা এ বিল পরিশোধ করে তা জানতেও আগ্রহী নয়।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অধীনে ২২টি থানা। এসব থানা এবং ডিবি ক্রাইম মিলিয়ে সাব ইন্সপেক্টরের সংখ্যা ৪৯৯ জন। এদের বেশির ভাগের হাতে মোবাইল আছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, লালবাগ থানায় ২১ জন এসআই ও এএসআই-এর মধ্যে মাত্র চারজন বাদে সবারই মোবাইল আছে। এসআই দেলোয়ার হোসেন এবং মোয়াজ্জেম হোসেনের দুটি করে মোবাইল নম্বর আছে। একটি জোনাল পোস্ট পেইড এবং অন্যটি কান্ট্রি ওয়াইড। সংশ্লিষ্ট থানা থেকে ডিউটি অফিসার জানান এ তথ্য। এ ব্যাপারে দেলোয়ার হোসেন ২০০০কে বলেন, ' আমার একটি মোবাইল বাসায় থাকে অন্যটি আমার কাছে। বাসায় খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য আরেকটি মোবাইল রাখা হয়েছে।'

কোতোয়ালি থানার ওসি মোঃ শাহজাহানও দুটি মোবাইল ব্যবহার করেন। একটি সিটি সেলের মোবাইল অন্যটি গ্রামীণ ফোনের। তার সিটি সেলের মোবাইলে গত মাসে বিল ছিল ৬৩২৩.১০ টাকা। চলতি মাসে তার এ পর্যন্ত ৬ হাজার টাকার ওপরে বিল হয়েছে। এ ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি ২০০০কে বলেন, আমি দুইটা না তিনটা মোবাইল ব্যবহার করি তাতে আপনার কি? আমার ইনকাম অব সোর্স আপনাকে জানাবো কেন? আপনার যা ইচ্ছা লিখে দেন।'

সূত্রাপুর থানায় মোট সাব-ইন্সপেক্টর ২০ জন। দু'জন বাদে বাকি সবারই মোবাইল আছে। এ চিত্র শুধু লালবাগ কিংবা সূত্রাপুর থানায় নয় অন্য ২০টি থানার ওসি ও সাব-ইন্সপেক্টরদের একই অবস্থা। প্রতিটি থানায় ডিউটি অফিসারের টেবিলে একটি তালিকা আছে। যেখানে ওসি এবং সাব-ইন্সপেক্টরদের ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর লেখা। প্রতিটি থানায় সাব-ইন্সপেক্টরদের মোবাইল নম্বর নেওয়ার জন্য ফোন করা হলে সব ডিউটি অফিসারের একই বক্তব্য, 'প্রায় সবারই তো মোবাইল আছে। এত নম্বর দেওয়া যাবে না।'

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় ঢাকার সব থানার ওসি এবং কিছু সাব-ইন্সপেক্টরকে বদলি করে ঢাকার বাইরে থেকে নিয়ে আসা হয়। ঢাকায় এসে তারা প্রথমে যে কাজটি করেছে তা হলো, একটি মোবাইল ফোন কিনেছে। কারণ তারা বুঝে গেছে মোবাইল ফোন না থাকলে হারাতে হবে বাড়তি উপার্জন! তাদের এই ফোনটি হয়ে ওঠে 'শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ'।

বৈধতার স্বীকৃতি

১৭ অক্টোবর ঢাকার সাংসদদের নিয়ে একটি মত বিনিময় সভার আয়োজন করেছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী। এই মত বিনিময় সভায় অনেক প্রসঙ্গের মধ্যে পুলিশের মোবাইল ব্যবহার প্রসঙ্গটি তোলেন ঢাকা-৪ এর সাংসদ সালাউদ্দিন। তিনি বলেন, 'আমরা একটা মোবাইল ব্যবহার করতে পারি না। অথচ একজন এসআই দু'তিনটি মোবাইল ব্যবহার করে। মাসে

আট দশ হাজার টাকা বিল দেয়। অথচ এরা বেতন পায় চার-পাঁচ হাজার টাকা। কোথা থেকে আসে এই অর্থ? আসলে মোবাইলের মাধ্যমে পুলিশ সন্ত্রাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে, সুবিধা নেয়। গ্রেপ্তার অভিযানে যাওয়ার আগেই ফোনে সতর্ক করে দেয়। ফলে সন্ত্রাসী ধরা পরে না। সন্ত্রাস দমনের জন্য পুলিশের মোবাইল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পুলিশ কমিশনার সবাই তার বক্তব্য সমর্থন করেন।

ঢাকা শহরে এমন অনেক ওসি এবং সাব-ইন্সপেক্টর পাওয়া যাবে যাদের পাঁচতলা বাড়ি পর্যন্ত আছে। তারা মাসে খরচ করেন ৫০ হাজার টাকা। সেক্ষেত্রে ৭ হাজার কিংবা ১০ হাজার টাকা মোবাইল বিল দেওয়া কোনো ঘটনাই নয়

সূত্র মতে জানা যায়, ১৬ অক্টোবর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে পুলিশ দপ্তর থেকে মোবাইল পাওয়ার জন্য মৌখিকভাবে আবেদন করা হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই ওপরের কর্মকর্তা থেকে সাব-ইন্সপেক্টর পর্যন্ত মোবাইল সুবিধা চাওয়া হবে। অবশ্য ১৯৯৮ সাল থেকে পুলিশ দপ্তর ৬টি মোবাইল ব্যবহার করছে। বিশেষ খাত থেকে টাকা নিয়ে এ মোবাইলগুলো কেনা হয়েছে। তবে পুলিশের রাজস্ব খাতে মোবাইল নামে কোনো বরাদ্দ দেখানো হয়নি। এই ছয়টি মোবাইল পেয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র সচিব, আইজিপি, পুলিশ কমিশনার, এআইজি (সিআইডি), এআইজি (এসবি)। আরেকটি সূত্র জানায়, সাব-ইন্সপেক্টর পর্যন্ত মোবাইল চাওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত হয়তো ২০/২৫ টি মোবাইল পাবে। হয়তো এডিসি পর্যন্ত এই সুবিধা পেতে পারে।

গত সরকারের আমল থেকেই পুলিশ কর্মকর্তারা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে বোঝানোর চেষ্টা করছে পুলিশের মোবাইল ব্যবহারের যৌক্তিকতা। কিন্তু তাদের এ সুবিধা দেওয়া হয়নি। এর কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে, পুলিশের জন্য যে প্রাধিকার তালিকা 'TOE'তে মোবাইলের নাম নেই।

পুলিশ কি কি জিনিস কত পরিমাণে পাবে তা উল্লেখ করা আছে 'TOE' তালিকায়। সূত্র মতে জানা যায়, ১৯৮২ সালে ব্রিগেডিয়ার এনামকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই 'এনাম কমিটি' তৈরি করে 'TOE' তালিকা। সেই তালিকায় ব্রিগেডিয়ার এনাম পুলিশের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যায় গাড়ি, টাইপরাইটার ও অন্যান্য জিনিসের নাম উল্লেখ করেন। তিনি এ তালিকা করেন সেনাবাহিনীর ধাঁচে। কিন্তু যখন এ তালিকা করা হয় তখন পুলিশের লোকবল ছিল ৯ হাজার, আর এখন তার দ্বিগুণ। এ প্রসঙ্গে পুলিশ কমিশনার মোঃ আনোয়ারুল ইকবাল ২০০০কে বলেন, 'আমরা তো আর '৮২ সালে বসে নেই। পৃথিবী তো আর সেই আগের জায়গায় থেমে নেই। নিত্যনতুন প্রযুক্তি এসেছে যেমন কম্পিউটার, মোবাইল ফোন। আমি মনে করি, এসবও 'TOE'তে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। আর সেনাবাহিনীর মতো আমাদের ফোর্সও নির্দিষ্ট জায়গায় থেমে নেই। তাই পুলিশের অন্যান্য জিনিসপত্রের সংখ্যাও বাড়ানো প্রয়োজন। এ ব্যাপারে আমরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানাবো।'

ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন

শিখুন, নিজের কম্পিউটারে বসে অফিস ম্যানেজমেন্ট, ওয়েবডিজাইন, গ্রাফিক্স, ইন্টারনেট, হার্ডওয়্যার, ওরাকল, এসপিএসএস ফক্সপ্রো ও নবম-দ্বাদশ কম্পিউটার সায়েন্স শিখুন।— রনক (প্রাক্তন ঢাবি/ঢা.কলেজ), ৯৩৫১১৯০-১ (অফিস), ৯৩৩৪৩৩৫ (বাসা), ranak@bdonline.com

***

মেয়েরা/ভাবীরা ফোন করলে খুশি হবো। ফোন নং ০১৭-১০০৬৬০, সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৩টা এবং সন্ধ্যা৭টা থেকে রাত ৯টা।— জিয়া, ০১৭-১০০৬৬০

***

পড়াইতে চাই, মেডিকেল কলেজের ১ম বর্ষ হতে ৫ম বর্ষ পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রী পড়াব।— ডাঃ শফিক, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ফোন- ৮৮২৫৮৫০ (বাসা) ০১৭-৩৮২৪৭৬

***

পাত্র চাই, হস্তশিল্পে আত্মনির্ভরশীল সাংসারিক (৫ ফুট ৩ ইঞ্চি-৩০) পাত্রীর জন্য সৎ, চরিত্রবান, সাংসারিক মনের (৩০-৩৫) পাত্র চাই।— নীলা, কানিহাটী হাউজ, ৮৭/৩ পশ্চিম ধানমন্ডি, শংকর, ঢাকা

***

চারিপার্শ্বের অজস্র তরুণীর মাঝে কাঙ্ক্ষিত মানবীর ছবি খুঁজতে খুঁজতে অসহনীয় নিঃসঙ্গতায় নিরন্তর ক্ষয়িষ্ণু আমি। বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটো সার্টিফিকেট, সাদামাটা অথচ শিক্ষিত পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড আর একটি মোটামুটি সম্মানজনক সরকারি চাকরি অসাধারণ কিছু নয়। তবুও আমার মানবিকতাবোধ, উদারনৈতিক ও প্রগতিশীল চেতনাকে ঘিরে কি প্রবল আত্মহংকার! রবীন্দ্রনাথসম যে কোনো অনন্য সাধারণ বিশুদ্ধ শিল্পের স্রষ্টাকেই হৃদয় দিয়ে ভালোবাসি। পৃথিবীর সমস্ত সুন্দরকে একজন সমমনার সাথে শেয়ার করবো বলেই সুশিক্ষিতা কোনো মিষ্টি মেয়েকে পরিচয়ের আমন্ত্রণ।—অরণ্য, বক্স নং- ২৪৩, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০